০৭-১২-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

" মিষ্টি বাচ্চারা -- শ্রীমতে বলে পড়ার উপরে সম্পূর্ণ নজর দিতে হবে, পড়াশোনা করলে তবেই নবাব হতে পারবে অর্থাৎ হৃদসিংহাসনে বসতে পারবে। "

প্রশ্ন : -- সার্ভিসের বৃদ্ধি না হওয়ার কারণ কী ?

উত্তরঃ -- সার্ভিস যারা করছেন সে সব বাচ্চাদের মনে যদি দেহ-অভিমান আসে, সামান্য সার্ভিস করার পরেই নেশা চড়ে গেল যে আমি অমুককে জ্ঞান শুনিয়েছি, তবে সার্ভিসের বৃদ্ধি কখনোই ঘটবে না। বাচ্চারা এটাই ভুলে যায় যে বাবা-ই সেই বাচ্চাকে টাচ করিয়েছেন। দেহী-অভিমান সার্ভিসকে এগোতে দেয় না, সেই জন্য বাবা বারবার এই যুক্তি দেন দেহী-অভিমানী ভব।

গীত -- হমে উন রাহো পর চলনা হ্যায়..... আমাদের সেই পথেই চলতে হবে.....

ওম্ শান্তি। এক হল সর্বদা পরমধাম নিবাসী উচ্চ থেকে উচ্চ বাবা। সেই শিববাবার নীচে হল বিষ্ণুর চিত্র। এখন তোমরা জানো যে আমাদেরকে শিববাবা বিষ্ণুপুরীর মালিক বানাচ্ছেন। বিষ্ণু অর্থাৎ লক্ষ্মী - নারায়ণ। এই দু'জনের কম্বাইন্ড রূপ হল বিষ্ণু। কাউকে বোঝাতে হলে বলতে হবে এটাই হল আমাদের মূল লক্ষ্য (aim object) I বুদ্ধিতে এটাই থাকতে হবে যে বাবা হলেন নিরাকার, তাহলে আমাদের কীভাবে পড়ান ! সেইজন্য বিষ্ণুর চিত্র দেখানো হয়েছে। বাবা আমাদের ব্রহ্মা দ্বারা বিষ্ণুপুরীর মালিক বানাচ্ছেন। তোমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত, তবুও তোমরা ভুলে যাও যে আমরা হলাম স্টুডেন্ট, শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। ভারতকেই শিবপুর বানাচ্ছেন। এটা যদি বুদ্ধিতে থাকে তবে কত আনন্দ হওয়ার কথা। এই ত্রিমূর্তির চিত্র কত প্রসিদ্ধ। ত্রিমূর্তিতে তারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরকে দেখায়, কিন্তু শিবকেই ভুলে গেছে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে শিববাবা আমাদের বিষ্ণুপুরীর মালিক বানাচ্ছেন এবং এই ধরাতে এসেছেন। এঁনার(ব্রহ্মার) অনেক জন্মের অন্তিম জন্মেরও অন্তিমে এসে এঁনার মধ্যে প্রবেশ করেন। বাবা আসেনই ভারতে এবং ভারতকেই বিশ্বের মালিক বানান। তোমাদের বাচ্চাদের এটা নিশ্চয় রয়েছে যে প্রতি ৫ হাজার বছর পরে সঙ্গমেই তিনি আসেন। তোমরা বাচ্চারা এসেছ রাজত্ব নিতে অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হতে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে ভারতে কেবলমাত্র একটিই ধর্ম ছিল। সেই সময় আর কোনো ধর্ম ছিল না, তো কত নেশা হওয়া দরকার আর দৈবীগুণও ধারণ করা দরকার। বাবা যদি দেখেন যে বাচ্চারা দৈবীগুণ ধারণ করেনি, তবে তো তিনি বলবেনই যে -- তবে তো এটা এদেরই দুর্ভাগ্য। নিয়মিত না পড়া মানেই হল -- নিজের পায়েই কুঁড়ুল মারা। বাবা কত সহজ করে বোঝান। তোমরা জানো যে বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন, তাই বাচ্চাদের এখানেই দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে। সত্যযুগে গিয়ে তো আর ধারণ করবে না। যারা দৈবীগুণ ধারণ করে আর অন্যকেও করায়, তারা কত আনন্দে থাকে। বাবা তো হলেনই উচ্চের মধ্যেও উচ্চ। তিনি থাকেন মূল বতনে। সূক্ষ্ম বতনে যাঁরা থাকেন, তাদের বলা হয় দেবতা, আর এখানে (স্থূল বতনে) থাকে মানুষ। পরমাত্মা হলেন সকলের পিতা বা স্বর্গের রচয়িতা। এই জ্ঞানও তোমরা পেয়েছ। তোমরা জানো আমরাও আগে পাথরবুদ্ধি ছিলাম। বাবার দ্বারাই আমরা পবিত্র হচ্ছি। একেবারে প্রথম দিকে ভারত ছিল গড আর গডেস-দের রাজ্য। সেটাকে ভগবতী শ্রী লক্ষ্মী, ভগবান শ্রী নারায়ণের রাজ্য বলা হয়। এখন তাঁরা কোথায় গেলেন? তাঁদেরকে এরূপ কে বানালেন। এসব না কেউ বলতে পারবেন, না তাদের মাথায় এসব আসবে। তোমরা জানো যে এই

সাকার সৃষ্টিতেই তাঁদের রাজত্ব ছিল। এখনও তাঁরা অন্য নামে এখানেই আছেন। এসব কথা জানার ফলে বাচ্চাদের খুবই আনন্দিত হওয়ার কথা যে, বাবা আমাদের পড়িয়ে এরূপ বানাচ্ছেন। এঁরাই হলেন প্রথম নম্বর হিরো-হিরোইন। সূক্ষ্মবতনেও তোমরা এঁদেরকেই দেখে থাকো। এঁরাও জানেন যে এঁনারাই এরকম তৈরী হচ্ছেন। নলেজফুল শ্রী শ্রী এঁদেরকে পড়িয়ে এমন শ্রী লক্ষ্মী - নারায়ণ বানাচ্ছেন। তোমরা এঁনার সন্তানরাও গড এবং গডেস হবে। গডের দ্বারাই তোমরা এই গড আর গডেস তৈরী হচ্ছ, প্রজাও তৈরী হচ্ছ। কিন্তু প্রজাদের গড - গডেস বলা যাবে না, তাই তাদের বলা হবে দেবী দেবতা। তাও মুখ্যত লক্ষ্মী - নারায়ণকেই গড গডেস বলে দেয়। তাঁরাই সর্বাধিক পুরুষার্থ করে এই পদ লাভ করেছেন। সকলকে তো আর ভগবান ভগবতী বলা হবে না। প্রথম নম্বরের যিনি, তাঁরই তো মহিমা কীর্তিত হবে যে সর্বগুণ সম্পন্ন...আর অন্য কোনো ধর্মের এরূপ মহিমা নেই। এমনটা আর কেউ বলতেও পারবে না -- এ হল পূর্ব রচিত নাটক। প্রথমেই হল দৈবী ঘরানা, তারপর অন্যান্য ধর্ম গুলো। বাচ্চারা তোমাদেরকেও পুরুষার্থ করানো হয়। যাদের পার্ট রয়েছে তারাই স্বর্গে আসবে, বাকিরা সকলে শান্তিধামে চলে যাবে। এর মধ্যে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। মানুষ তো শান্তিরই সন্ধান করে। স্বর্গকে তো তারা জানেই না। তো বাবা তাদের আশা পূরণ করে দেন। ভারতবাসী স্বর্গকে স্মরণ করে, কিন্তু তারা জানে না যে স্বর্গে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিল। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে আমাদের ভগবান পড়াচ্ছেন -- ভগবান ভগবতী বানানোর জন্য। বিদেশীরা তো শান্তিধামকেই স্বর্গ বলে মনে করে। মনে করে যে গড ফাদার ওখানে থাকেন। তোমরা জানো যে হেলেন হল আলাদা, আর শান্তিধাম হল আলাদা। তোমরাই হেভেনে আসো। প্রথমে শান্তিধামে, পরে সুখধামে। তারপরে আবার শান্তিধামে যেতে হয়... এরকম খেলাই রচিত হয়ে রয়েছে। সব আত্মারা সত্যযুগে আসবে, সেটা হতে পারে না, এটা হল ভ্যারাইটি ধর্মের সৃষ্টি চক্র। প্রথমে হল সূর্যবংশী, তারপর অন্যান্য ধর্ম আসে। এই সৃষ্টি রূপী ড্রামাতে কোনো রকমফের হয় না। একই হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী আবার রিপিট হয়। কিন্তু কীভাবে রিপিট হয়, সেটা এসে বুঝতে হবে। সত্যযুগে তোমাদের রাজত্ব ছিল, এখন আবার সত্যযুগে যাওয়ার জন্য কল্প পূর্বের মতোই তোমাদের পুরুষার্থ চলছে।

তোমরা বাচ্চারা প্রতিটি ধর্মের আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। খ্রীষ্ট ধর্ম কখন স্থাপন হয়, কীভাবে হয়, কীভাবে বৃদ্ধি পায়। ঝাড়ের চিত্রে এটা পরিষ্কার ভাবে দেখানো হয়েছে যে নতুন নতুন যারা আসে তাদের ডালপালা কীভাবে বিস্তার লাভ করে, তাতে কতগুলি পাতা রয়েছে। খুবই কম পাতা। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। প্রথমে হল দেবী দেবতা ধর্ম তারপর অন্যান্য সম্প্রদায় আসে। এখন অন্তিমে এই ঝাড়(বৃক্ষ) জরাজীর্ণ অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। মানুষ এই সৃষ্টি রূপ কল্পবৃক্ষের বিষয়েই জানে না। তোমরা জানো যে এটা হল অনাদি অবিনাশী ড্রামা, এতে এক সেকেন্ডেরও এদিক ওদিক হতে পারে। এই ঝাড়ের আয়ুও হল অ্যাক্যুরেট। এ হল মনুষ্য সৃষ্টিরূপী বেহদের নাটক। এখানে আমরা আসি নিজ নিজ ভূমিকায় অভিনয় করতে। এই বাবা-ই আমাদের বোঝান। এসব শাস্ত্র সবই হল ভক্তিমার্গের, আধাকল্প ধরে ভক্তিমার্গ চলে। তাতে এক সেকেন্ডেরও এদিক ওদিক হতে পারে না। এই জ্ঞানের প্রালব্ধও অ্যাক্যুরেট আধা কল্প চলে। তাতে যে যে ভূমিকায় অভিনয় করেছিল, সেটাই করবে। এখন তোমাদের বুদ্ধি বেহদের হয়ে গেছে। অন্যদের বুদ্ধিকেও বেহদে নিয়ে আসতে হবে। তবেই তুমি বিশ্বের মালিক হতে পারবে। নিরাকার দুনিয়ায় রয়েছেন নিরাকার বাবা আর নিরাকারী আত্মারা, সব বাচ্চারা। সূক্ষ্ম বতনের পার্ট হল খুবই অল্প সময়ের। এখন এই সাকারি দুনিয়াতে সবথেকে নম্বর ওয়ান সুপ্রিম কে ? লক্ষ্মী - নারায়ণ। সুপ্রিম

বাবা-ই সুপ্রিম ধর্মের স্থাপন করেন। আর অন্য কোনো ধর্মকে সুপ্রিম বলা যাবে না। এখন তো সব কিছুই হল তমোপ্রধান। একমাত্র বাবা-ই হলেন চির পবিত্র (ever pure) এবং এভার সুপ্রিম। আর সবাইকেই সতো রজো তমো-তে আসতেই হবে। এখন তো তমোপ্রধান দুনিয়ার বিনাশ হবেই। এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছ -- সব বিনাশ হয়ে যাবে। নতুন বাড়ি যখন তৈরী হয়, তখন পুরানোটা নষ্ট হয়ে যায়। তোমরা বাচ্চারা নতুন দুনিয়ার সাক্ষাৎকারও করো। এখন পুরানোটির থেকে মনকে সরিয়ে নাও। একটা গান রয়েছে না -- জাগো সজনীরা জাগো (জাগ্ সজনীয়া জাগ্)। বাবা তোমাকে এর অর্থ বুঝিয়ে দেন যে বাচ্চারা এখন নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। তো এখন তোমাদের বুদ্ধিতে এই স্মৃতি এসে গেছে যে আমাদের এই ড্রামাতে অবিনাশী পার্ট রয়েছে, আমাদের তবুও আসতেই হবে। আদি থেকে অন্তিম পর্যন্ত তোমাদেরই পার্ট রয়েছে। অর্ধ কল্পের পরে শাখা প্রশাখাও বের হতে থাকে। যখন শাখা প্রশাখা বের হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে তখন বুঝতে হবে যে সেখান থেকে আসা বন্ধ হয়েছে। তখন এখান থেকে যাওয়া আরম্ভ হবে। তাহলে এত সব আত্মারা কোথায় যাবে ! তোমরা বাচ্চারা জানো যে, সত্যযুগে খুব অল্প সংখ্যক মানুষই থাকবে। একটি সম্প্রদায়ের থেকে কত কত বৃদ্ধি পেতে থাকে। কত বড় ঝাড় হয়ে যায়। এখন হল সব তমোপ্রধান মানুষদের নাটক, বা বলা যায় কাঁটার জঙ্গল। এই মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড় একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায় না। যতই তুফান আসুক তবুও একেবারে বিনাশ হয় না। পরিবর্তন অবশ্যই হয়।

এখন তোমরা বাচ্চারা কাঁটার থেকে ফুল হয়ে উঠছো। এ কথাটা তোমরা যখন রুজিরোজগারের পিছনে ছোটো তখন ভুলে যাও। আর যারা ঠিক মতো ধারণ করতে পারে, তারা সারাদিন বিচার সাগর মন্থন করতে থাকে যে আমরা কীভাবে সার্ভিস করবো অথবা কীভাবে মানুষকে কাঁটার থেকে ফুল বানাবো। বাবা হলেন সবচেয়ে বড় ধর্মাত্মা, যিনি সাধুদেরও উদ্ধার করেন। বাবা যতক্ষণ না সাকারে আসবেন, মানবের উদ্ধার তবে কীভাবে হবে ! প্রেরণার দ্বারা থোড়াই হবে ! তো বাবা এসে সমস্ত জ্ঞান প্রদান করে তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শী বানান। তো বাচ্চারা তোমাদের কতখানি নেশা হওয়ার কথা ! বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন যে, এইভাবে এইভাবে সার্ভিস করো, তাহলে অনেকের কল্যাণ হবে। বাবাকে স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে আর চক্রকে স্মরণ করলে চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। অন্যদেরকেও এসব কথা বলতে থাকো। লৌকিক পড়াশোনার দ্বারা যেমন মানুষ ব্যারিস্টার ইত্যাদি হয়, তেমনি তোমরা মানব থেকে দেবতা হয়ে যাও। বাবা বলেন -- নিজ সমান যদি না বানাতে পারো, তাহলে বুঝতে হবে সার্ভিসেবল হতে পারনি। কারণ সার্ভিস কখনো গোপন থাকতে পারে না। শেষে তোমাদের প্রভাবও প্রকাশিত হবে সকলের কাছে। এখন তো বাচ্চাদের অবস্থা উপর নীচে হতে থাকে। একটু পরীক্ষা সামনে এলেই বাচ্চারা হতাশ হয়ে পড়ে। তোমাদেরও হয়তো ফিল হয় যে আজ আমার বাবার সাথে যোগ স্থায়ী হচ্ছে না। দশা তো বদলাতেই থাকে। যারা সার্ভিস করে বৃহস্পতির দশা সরে গেলে তাদের একেবারে নীচে ফেলে দেয়। কর্মভোগ তখন অসুখ - বিসুখ রূপে আসে। অভুল তো শেষে হবে, কিন্তু সর্বদা এই নেশা থাকতে হবে যে আমাদের পরমপিতা পড়াচ্ছেন ভগবান ভগবতী বানানোর জন্য। এখন যদি ফেল করো, তবে কল্প কল্পান্তর ধরে তোমাদের এই পার্টই থাকবে। বাবাও সাক্ষী হয়ে দেখেন। নিজেকেও দেখা উচিত -- আমি কি সার্ভিস করছি? কখনো কখনো মায়া বাচ্চাদের থাপ্পড় লাগিয়ে দেয়। শ্রীমতে না চলার ফলে মায়া মেরে মেরে লাশ বানিয়ে দেয়। তখন আর সার্ভিসও করতে পারে না। দেখো না মাতা-রা কত সার্ভিস করে। কেউ কেউ তো দেহ - অভিমানে এসে বলে -- আমি তো অমুককে জ্ঞান শুনিয়েছি। এটা ভুলে যায় যে বাবা-ই তাকে টাচ করান, বাচ্চাদের নাম যাতে ছড়াতে পারে তার

জন্য। দেহ অভিমান এসে যাওয়ার জন্য যতটা সেবা হওয়ার কথা তা হতে পারে না। তখন বলে -- বাবা ভুল হয়ে গেছে। বাবা তো বুঝিয়েছেন যে -- বড় বড় মাপের মানুষদের অনেক যুক্তির সাহায্যে বোঝাতে হবে। তাদের দ্বারাই আওয়াজ ছড়াবে আর বাহ বাহ হবে। কিন্তু তার জন্য বাচ্চাদের মধ্যে অনেক অনেক যোগের শক্তি ভরতে হবে। এখন বাবা এসে বাচ্চাদের পুরুষার্থ করান, তবুও কারো কারো ভাগ্যে থাকে না, তারা শ্রীমতে চলে না। লেখাপড়া করবে, তবেই তো নবাব হবে। আর তবেই তো বাবার হৃদয়ে বসতে পারবে। দেখো, সব বাচ্চারা বাবাকে কেন আহ্বান করে? সেই বাবাও যে বাচ্চাদের হৃদয়েই বিরাজ করে থাকেন। বাবাও তো সার্ভিস করে বাচ্চাদের কেমন ফুলের মতন সুন্দর বানিয়ে দিয়েছেন। সার্ভিস করা তো সকলের কর্তব্য। তোমরা ম্যাগাজিনে লিখতে পারো যে অমুক ব্যক্তি মারা গেছেন, এ তো নাথিং নিউ। এই সৃষ্টি রূপী নাটকের রহস্যকে ব্রাহ্মণরাই বুঝতে পারবে। শূদ্ররা কিছুই বুঝবে না। তাদের মনে কেবল সংশয়ই আসবে। ম্যাগাজিনের মাধ্যমেও তোমরা বোঝাতে পারো। তারা সেসব নেবে, পড়বে, তারপরও যদি যদি বুঝতে না পারে, তবে ফেলে দেবে। কারো ভাগ্যে যদি না থাকে তখন আর কি করা যাবে। তখন আর কোনো রকম ধারণাও করতে পারে না। তখন আর ইচ্ছা হবে না যে একে এ সব মন্ত্র দিই। এ হল মহামন্ত্র -- মনমনাভব।আচ্ছা নিজে যদি স্মরণ করতে নাও পারো, অন্তত অন্যদের তো কল্যাণ করো। ঘরে ঘরে এই বার্তা পৌঁছে দাও যে বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। আমিই হলাম পতিত পাবন। সার্ভিসের জন্য মাথা খাটাতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ ভালোবাসা আর সুপ্রভাত! রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ -

১) বুদ্ধিকে সীমিত-র মধ্য থেকে সরিয়ে অসীমে(বেহদ) রাখতে হবে। অপরকেও অসীমে নিয়ে এসো। এই পুরানো দুনিয়ার থেকে মনকে সম্পূর্ণ ভাবে সরিয়ে নিতে হবে।

২) সর্বদা খুশীতে থাকার জন্য নিজে ধারণা করতে হবে আর অপরকেও করাতে হবে। আমাদের ভগবান পড়াচ্ছেন -- এই নেশা রাখতে হবে।

বরদানঃ -- সদা একরস সম্পন্ন মুডে থাকতে সমর্থ পুরুষার্থী তথা প্রালব্ধী স্বরূপ ভব

বাপদাদা বতন থেকে দেখেন যে কোনো কোনো বাচ্চার খুব মুড বদল হয়, কখনো আশ্চর্য হয়ে যাওয়ার মুড,, কখনো প্রশ্ন বোধক মুড, কখনো কনফিউশনের(দ্বিধাগ্রস্ত) মুড, কখনো টেনশন, কখনো অ্যাটেনশানের দোলায় দোলে..... কিন্তু সঙ্গম যুগ হল প্রালব্ধের যুগ, পুরুষার্থের নয়(effort making age নয়)। সেইজন্য বাবার যা যা গুণ, সে সবই বাচ্চাদেরও, বাবার যে স্টেজ, সেই স্টেজ বাচ্চাদেরও -- এটাই হল সঙ্গম যুগের প্রালব্ধ। তো সদা একরস একই সম্পন্ন মুডে থাকলে, তবেই বলা হবে সে বাবার সমান অর্থাৎ প্রালব্ধী স্বরূপ ।

স্লোগানঃ -- বাপদাদার হাতে নিজের বুদ্ধিরূপী হাত থাকলে পরীক্ষারূপী সাগরে টলমল করবে না।